দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 SEP 1996
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

বোর্ড এখনও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি

এস এস সি পরীক্ষার ফলের ব্যবসা

।। আবদুর রহিম ।।

এ বছর ঢাকা বোর্ডের অধীনে যে সব স্কুলের এস এস সি পরীক্ষার ফল স্থগিত রাখা হয়েছিল তাদের ব্যাপারে বোর্ড এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, এ পর্যন্ত ৭টি স্কুলের মারাত্মক অনিয়ম বোর্ডের হাতে ধরা পড়েছে। আরো ৫/৭ টি স্কুলের গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। যে সব স্কুলের অনিয়ম ধরা পড়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ (১) হাজী ওসমান আলী হাই স্কুল, ময়মনসিংহ। (২) বানিয়াজান হাই স্কুল, আটপাড়া, নেত্রকোনা। (৩) ইছরকান্দি হাই স্কুল, সভার। (৪) গাছা হাই স্কুল, জয়দেরপুর। (৫) গেড়ামারা হাই স্কুল, টাঙ্গাইল। (৬) জনতা হাই স্কুল. ঘোড়াশাল এবং (৭) ঘড়িয়া হাই স্কুল. শিবপুর।

উল্লেখিত স্কুলগুলো নিয়ম বহির্ভূতভাবে অন্য স্কুলের বিশেষতঃ শহরাঞ্চলের ছাঁটাই করা ছাত্র-ছাত্রীদের অধিক টাকার বিনিময়ে ভর্তি করে গত এস এস সি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিল।

উল্লেখ্য, বোর্ডের নির্ধারিত আইন মোতাবেক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী স্কুলগুলোকে প্রতি বছর ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পীরক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা বোর্ডে দাখিল করতে হয়। কিন্তু কতিপয় স্কুল বোর্ডের এ আইন পাশ কাটিয়ে বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারীর সহায়তায় তাদের প্রয়োজনীয় ফরম নিয়ে যায়। উক্ত

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

এসএসসি পরীক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্কুলগুলো বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের শেষ ভাগে ভীড়ের মধ্যে ফরমসমূহ জমা দেয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকাও পেছনের তারিখ দিয়ে কর্মচারীদের সহায়তায় বোর্ডে জমা দিয়ে কার্য সিদ্ধি করে।

ওয়াকিফহাল মহলের মতে, সেই সব কর্মচারীরাই পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত প্রধান পরীক্ষক ও নিরীক্ষকদের বাড়ীতে ধর্ণা দিয়ে পরীক্ষার ফল-এর ব্যবসায় নেমে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা চোখ রাঙ্গিয়েও তাদের কাজ আদায় করে থাকে।

বোর্ডের এ সকল অসৎ কর্মচারীর সহযোগিতায়ই কতিপয় অসৎ শিক্ষক অন্য স্কুলের বাদ পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ করে দিয়ে নিজেদের পকেট ভারী করে থাকেন বলে অভিজ্ঞজনদের ধারণা।